দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

কিভাবে যাদবেরা ও অন্যান্য বহু রাজারা এক সূর্যগ্রহণের সময়ে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়ে কিভাবে তাদের পরম আনন্দ প্রদান করেছিলেন এই অধ্যায়ে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

শীঘ্রই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ঘটবে শ্রবণ করে যাদবগণ সহ সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে আগত জনগণ বিশেষ পুণ্য অর্জনের জন্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন। যাদবগণ স্নান ও অন্যান্য অবশ্য কর্তব্য শাস্ত্রীয় আচার সম্পাদন করার পর তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে মৎস্য, উশীনর ও অন্যান্য স্থানের রাজাগণ এবং সর্বদা কৃষ্ণ বিরহের গভীর উদ্বিগ্নতা অনুভবকারী ব্রজের গোপসম্প্রদায় ও নন্দ মহারাজও আগমন করেছেন। এইসকল পুরাতন বন্ধুদের দর্শন করে যাদবগণ উল্লসিত হয়ে একে একে তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন। তাঁদের পত্নীরাও পরম আনন্দে একে অপরকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

রাণী কুন্তী যখন তাঁর ভ্রাতা বসুদেব ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দর্শন করলেন, তিনি তাঁর দুঃখ পরিত্যাগ করেছিলেন। তবুও তিনি বসুদেবকে বললেন, "হে ভ্রাতা, আমি বড়ই অভাগী কারণ আমার বিপদের দিনে আপনারা সকলে আমাকে ভুলে গিয়েছেন। হায়! ভাগ্য যাকে অনুগ্রহ করে না, একজন আত্মীয়ও তাকে আর মনে রাখে না।"

বসুদেব উত্তর করলেন, "প্রিয় ভগিনী, আমরা সকলেই ভাগ্যের খেলার বস্তু মাত্র। আমরা যাদবেরা কংসের দ্বারা এত পীড়িত হয়েছিলাম যে আমরা বিদেশ ভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে ও আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আমাদের কোন উপায় ছিল না।"

সমাগত রাজারা সপত্নীক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন এবং ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গ লাভের জন্য যাদবদের গুণগান করতে শুরু করলেন। নন্দ মহারাজকে দর্শন করে যাদবেরাও আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। বসুদেবও নন্দ মহারাজকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করে স্মরণ করলেন যে, বসুদেব যখন কংস দ্বারা পীড়িত ছিলেন নন্দ

তাঁর পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামকে তাঁর সুরক্ষাধীনে গ্রহণ করেছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের মাতা যশোদাকে আলিঙ্গন ও প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু আবেগে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁকে কিছু বলতে পারলেন না। নন্দ ও যশোদা তাঁদের দুই পুত্রকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁরা বিরহের দুঃখ দূর করলেন। রোহিণী ও দেবকী উভয়ে তাঁদের প্রতি তাঁর প্রদর্শিত মহান সখ্যতার কথা স্মরণ করে যশোদাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে বললেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামকে লালন পালন করার দ্বারা যে দয়া তিনি করেছেন, তা ইন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য দ্বারাও শোধ করা সম্ভব নয়।

অতঃপর ভগবান এক নির্জন স্থানে গোপীদের সমীপবর্তী হলেন। তিনি একথা উল্লেখ করে তাদের সান্ত্বনা দিলেন যে, সকল শক্তির উৎস হওয়ায় তিনি সর্ব পরিব্যাপ্ত আর তাই তিনি পরোক্ষে অর্থ প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা কখনই তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ পুনর্মিলনের পর গোপীরা কেবলমাত্র তাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়ার প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ ।
সূর্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **একদা**—কোন এক সময়ে; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **বসতোঃ**—তাদের বাসকালীন সময়ে; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **সূর্য**—সূর্যের; **উপরাগঃ**—একটি গ্রহণ; **সু-মহান্**—অত্যন্ত মহান; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কল্প**—ব্রহ্মার এক দিনের; **ক্ষয়ে**—অবসানে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোন এক সময়ে, বলরাম ও কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন ঠিক যেন ভগবান ব্রহ্মার একদিনের অবসানের মতো এক মহান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যেমন উল্লেখ করছেন *অথ* এবং *একদা* শব্দ দুটি সাধারণত সংস্কৃত সাহিত্যে একটি নতুন বিষয়কে পরিচিত করাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে তারা বিশেষভাবে নির্দেশ করছেন যে, কুরুক্ষেত্রে যদু ও বৃষ্ণিগণের পুনঃমিলন কালক্রমানুসারী ঘটনার দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণব তোষণীর* ভাষ্যে বর্ণনা করছেন যে, এই দ্বাশীতিতম অধ্যায়ের এই ঘটনা শ্রীবলদেবের ব্রজ গমনের (৬৫ অধ্যায়) পর এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের (৭৪ অধ্যায়) পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্যই এমন হবে, আচার্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, কারণ কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের সময় ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ সহ সকল কুরুগণ সুখ সখ্যতার সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। অপরপক্ষে রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের ঈর্ষা প্রত্যাহার করার অসাধ্যরূপে প্রজ্বলিত হয়েছিল। এরপর সত্বর দুর্যোধন যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁদের, তাঁদের রাজ্য থেকে প্রবঞ্চিত করে তাঁদের বনে নির্বাসিত করেছিলেন। পাণ্ডবগণ নির্বাসন থেকে ফিরে আসার ঠিক পরেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যেখানে ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হয়েছিলেন। তাই যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এটি সম্ভব নয় যে, রাজসূয় যজ্ঞের পরে কুরুক্ষেত্রে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল।

শ্লোক ২

তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্বতঃ ।
স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া ॥ ২ ॥

তম্—সেই; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **মনুজাঃ**—মানুষ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **পুরস্তাৎ**—পূর্ব হতে; **এব**—ও; **সর্বতঃ**—সমস্ত জায়গা থেকে; **স্যমন্ত-পঞ্চক**—স্যমন্ত- পঞ্চক নাম (কুরুক্ষেত্রের পবিত্র জেলার মধ্যে); **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্রে; **যযুঃ**—গমন করলেন; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **বিধিৎসয়া**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

পূর্ব হতে এই গ্রহণের কথা অবগত হয়ে, হে রাজন, পুণ্য অর্জনের জন্য বহু মানুষ স্যমন্ত-পঞ্চক নামক পবিত্র স্থানে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঠিক আমাদের আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতো পাঁচ হাজার বৎসর আগের বৈদিক জ্যোতির্বিদরাও সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের জ্ঞান অনেক উন্নত ছিল, কারণ তাঁরা এরূপ ঘটনার কর্মীয় প্রভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতেন। কিছু দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সাধারণত অত্যন্ত পবিত্র। ঠিক যেমন অন্য অর্থে অপবিত্র একাদশীর দিনটি ভগবান হরির মহিমা কীর্তনের জন্য ব্যবহার করার ফলে কল্যাণকর হয়ে ওঠে তেমনই গ্রহণের সময়টিও উপবাস ও প্রার্থনার জন্য সুযোগ প্রদান করে।

স্যমন্ত-পঞ্চক নামে পরিচিত পবিত্র তীর্থস্থানটি কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত যেখানে কুরু রাজাদের বংশধরগণ বহু বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কুরুগণ এইভাবে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপদেশিত হয়েছিলেন যে গ্রহণের সময় তাদের জন্য ব্রত পালন করার এটিই শ্রেষ্ঠ স্থান। তাঁদের সময়েরও অনেক আগে ভগবান পরশুরাম তার হত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য কুরুক্ষেত্রে তপশ্চর্যা করেছিলেন। সেখানে তাঁর খনন করা পাঁচটি জলাশয়, স্যমন্ত-পঞ্চক দ্বাপর যুগের শেষেও বর্তমান ছিল, যেমন তারা এখনও রয়েছে।

শ্লোক ৩-৬

নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদান্ ॥ ৩ ॥
ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্মণা ।
লোকং সংগ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোঽঘাপনুত্তয়ে ॥ ৪ ॥
মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ ।
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
যযুর্ভারত তৎক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ ।
গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ ।
আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্মা চ যূথপঃ ॥ ৬ ॥

নিঃক্ষত্রিয়াম্—নিঃক্ষত্রিয়; **মহীম্**—পৃথিবী; **কুর্বন্**—করে; **রামঃ**—শ্রীপরশুরাম; **শস্ত্র**—অস্ত্রের; **ভৃতাম্**—ধারণকারীদের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **নৃপাণাম্**—রাজাদের; **রুধির**—রক্তের; **ওঘেন**—বন্যা দ্বারা; **যত্র**—যেখানে; **চক্রে**—তিনি করেছিলেন; **মহা**—মহা; **হ্রদান্**—হ্রদ; **ঈজে**—পূজা করেছিলেন; **চ**—এবং; **ভগবান্**—ভগবান; **রামঃ**—পরশুরাম; **যত্র**—যেখানে; **অস্পৃষ্টঃ**—অস্পৃশ্য; **অপি**—হলেও; **কর্মণা**—জাগতিক কর্ম ও তার ফল দ্বারা; **লোকম্**—সাধারণ মানুষ; **সংগ্রাহয়ন**—নির্দেশ পূর্বক; **ঈশঃ**—ভগবান; **যথা**—যেন; **অন্যঃ**—অন্য কোন ব্যক্তি; **অঘ**—পাপসমূহ; **অপনুত্তয়ে**—দূর করার জন্য; **মহত্যাম্**—মহতী; **তীর্থ-যাত্রায়াম্**—পবিত্র তীর্থযাত্রা উপলক্ষে; **তত্র**—সেখানে; **আগন্**—আগমন করেছিলেন; **ভারতীঃ**—ভারতবর্ষের; **প্রজাঃ**—জনসাধারণ; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশের সদস্যগণ; **চ**—এবং; **তথা**—ও; **অক্রূর-বসুদেব-আহুক-আদয়ঃ**—অক্রূর, বসুদেব, আহুক (উগ্রসেন) ও অন্যান্যরা; **যযুঃ**—গমন করেছিলেন; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ); **তৎ**—সেই; **ক্ষেত্রম্**—পবিত্র

স্থানে; **স্বম্**—তাদের নিজ; **অঘম্**—পাপসমূহ; **ক্ষপয়িষ্ণবঃ**—ক্ষয় করবার ইচ্ছায়; **গদ-প্রদ্যুম্ন-সাম্ব-আদ্যাঃ**—গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অন্যান্যরা; **সুচন্দ্র-শুক-সারণৈঃ**—সুচন্দ্র, শুক ও সারণ সহ; **আস্তে**—ছিলেন; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **রক্ষায়াম্**—রক্ষার জন্য; **কৃতবর্মা**—কৃতবর্মা; **চ**—এবং; **যূথপঃ**—সেনাপতি।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠযোদ্ধা ভগবান পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করার পর রাজাদের রক্ত থেকে স্যমন্ত-পঞ্চকে এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও তিনি কখনও কর্মফল দ্বারা কলুষিত হন না, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য ভগবান পরশুরাম সেখানে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে পাপমুক্ত করার চেষ্টারত একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সকল অংশ থেকে এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ এখন তীর্থের জন্য সেই স্যমন্ত-পঞ্চকে সমাগত হলেন। হে ভরতের বংশধর, তাদের পাপ মুক্ত হওয়ার আশায় সেই পবিত্র তীর্থে আগমনকারীগণের মধ্যে অনেক বৃষ্ণিগণও ছিলেন, যেমন গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রূর, বসুদেব, আহুক ও অন্যান্য রাজারাও সেখানে গমন করেছিলেন। তাদের সেনাপতি কৃতবর্মার সঙ্গে নগরীকে রক্ষার জন্য সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সঙ্গে অনিরুদ্ধ দ্বারকায় অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে দ্বারকা নগরীকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ দ্বারকায় অবস্থান করেছিলেন কারণ মূলত তিনি চিন্ময় গ্রহ শ্বেতদ্বীপের রক্ষক-রূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশ।

শ্লোক ৭-৮

তে রথৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈর্হয়ৈশ্চ তরলপ্লবৈঃ ।
গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈর্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ ॥ ৭ ॥
ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ ।
দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নাহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব ॥ ৮ ॥

তে—তারা; **রথৈঃ**—রথ দ্বারা (সৈন্য আরোহিত); **দেব**—দেবতাদের; **ধিষ্ণ্য**—বিমানসমূহ; **আভৈঃ**—সদৃশ্য; **হয়ৈঃ**—অশ্বসমূহ; **চ**—এবং; **তরল**—তরঙ্গ (তুল্য); **প্লবৈঃ**—যার গতি; **গজৈঃ**—হাতী; **নদদ্ভিঃ**—বৃংহণরত; **অভ্র**—মেঘ; **আভৈঃ**—সদৃশ; **নৃভিঃ**—এবং পদাতিক সৈন্যগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর দেবতাগণ (তুল্য); **দ্যুভিঃ**—দ্যুতি; **ব্যরোচন্ত**—(যাদব রাজারা) শোভিত হয়েছিলেন; **মহা**—মহা; **তেজাঃ**—

শক্তিশালী; **পথি**—পথে; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **মালিনঃ**—কণ্ঠহার পরিহিত; **দিব্য**—দিব্য; **স্রগ্**—ফুলমালা পরিহিত; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **সন্নাহাঃ**—এবং বর্ম; **কলত্রৈঃ**—তাদের পত্নীগণ সহ; **খে-চরাঃ**—আকাশে বিচরণকারী দেবতারা; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

শক্তিশালী যাদবেরা পরম মর্যাদার সঙ্গে পথ অতিক্রম করেছিলেন। মেঘের মতো বিশাল বৃংহণরত গজ, এক ছন্দময় চলন ভঙ্গিমায় গতিশীল অশ্ব ও স্বর্গের বিমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী রথসমূহে আরোহণকারী তাদের সৈন্যদ্বারা তারা প্রহরারত ছিলেন। স্বর্গের বিদ্যাধরগণের মতো দ্যুতিসম্পন্ন বহু পদাতিক সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন। যাদবগণ স্বর্ণ কণ্ঠহার, ফুলমালা দ্বারা শোভিত হয়ে এবং সুন্দর বর্ম পরিধান করে অত্যন্ত দিব্যভাবে সজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা যখন তাঁদের পত্নীগণসহ পথে গমন করছিলেন তাঁদেরকে আকাশে বিচরণশীল দেবতাদের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ৯

তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **মহাভাগাঃ**—সাধুভাবাপন্ন (যাদবেরা); **উপোষ্য**—উপবাস করে; **সুসমাহিতাঃ**—সযত্নে; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণকে; **দদুঃ**—প্রদান করেন; **ধেনূঃ**—গাভীসমূহ; **বাসঃ**—বস্ত্র; **স্রগ্**—ফুলমালা; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মালিনীঃ**—কণ্ঠহার।

অনুবাদ

সাধুভাবাপন্ন যাদবেরা স্যমন্ত-পঞ্চকে স্নান করলেন এবং তারপর সযত্নে উপবাস পালন করলেন। এরপর তাঁরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, ফুলমালা ও স্বর্ণ কণ্ঠহার দ্বারা শোভিত গাভী প্রদান করলেন।

শ্লোক ১০

রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ ।
দদুঃ সুন্নং দ্বিজাগ্রেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্ত্বিতি ॥ ১০ ॥

রাম—ভগবান পরশুরামের; **হ্রদেষু**—হ্রদে; **বিধিবৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আপ্লুত্য**—স্নান করে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **দদুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **সু**—সুন্দর; **অন্নম্**—অন্ন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণকে; **অগ্রেভ্যঃ**—উত্তম; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; **নঃ**—আমাদের; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অস্তু**—হউক; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বৃষ্ণি বংশীয়গণ অতঃপর আরেকবার ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন এবং উত্তম ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করালেন। তাঁরা সকলেই প্রার্থনা করলেন, "কৃষ্ণের প্রতি যেন আমাদের ভক্তি হয়।"

তাৎপর্য

এই দ্বিতীয় স্নান পরের দিন তাঁদের উপবাসের নিবৃত্তি সূচিত করে।

শ্লোক ১১

স্বয়ং চ তদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
ভুক্ত্বোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু ॥ ১১ ॥

স্বয়ম্—তাঁরা নিজেরা; চ—এবং; তৎ—তাঁর (ভগবান কৃষ্ণ) দ্বারা; অনুজ্ঞাতাঃ—আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে; বৃষ্ণয়ঃ—বৃষ্ণিগণ; কৃষ্ণ—ভগবান কৃষ্ণ; দেবতাঃ—যাদের একমাত্র বিগ্রহ; ভুক্ত্বা—ভোজন পূর্বক; উপবিবিশুঃ—উপবেশন করলেন; কামম্—স্বেচ্ছায়; স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ; ছায়া—ছায়া; অঙ্ঘ্রিপ—বৃক্ষসমূহের; অঙ্ঘ্রিষু—মূলে।

অনুবাদ

অতঃপর, তাঁদের পরম আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বৃষ্ণিগণ উপবাস ভঙ্গ করে ভোজন করলেন এবং সুশীতল ছায়া প্রদায়ী বৃক্ষসমূহের মূলে উপবেশন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ১২-১৩

তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্ ।
মৎস্যোশীনরকৌশল্যবিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্ ॥ ১২ ॥
কাম্বোজকৈকয়ান্মদ্রান্ কুন্তীনানর্তকেরলান্ ।
অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ পরাংশ্চ শতশো নৃপ ।
নন্দাদীন্ সুহৃদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্ ॥ ১৩ ॥

তত্র—সেখানে; আগতান্—সমাগত হয়েছিলেন; তে—তারা (যাদবগণ); দদৃশুঃ—দেখলেন; সুহৃৎ—সুহৃদগণ; সম্বন্ধিনঃ—এবং আত্মীয়বর্গ; নৃপান্—রাজাগণ; মৎস্য-উশীনর-কৌশল্য-বিদর্ভ-কুরু-সৃঞ্জয়ান্—মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু ও সৃঞ্জয়গণ; কাম্বোজ-কৈকয়ান্—কাম্বোজ ও কৈকয়গণ; মদ্রান্—মদ্রগণ; কুন্তীন্—কুন্তীগণ; আনর্ত-কেরলান্—আনর্ত ও কেরলগণ; অন্যান্—অন্যান্যরা; চ এব—

ও; আত্ম-পক্ষীয়ান্—আত্ম-পক্ষীয়; পরান্—প্রতিপক্ষীয়; চ—এবং; শতশঃ—শত শত; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); নন্দ-আদীন্—নন্দ মহারাজ প্রমুখ; সুহৃদঃ—তাদের প্রিয় সখাগণ; গোপান্—গোপগণ; গোপীঃ—গোপীগণ; চ—এবং; উৎকণ্ঠিতাঃ—উৎকণ্ঠিত; চিরম্—দীর্ঘকাল যাবৎ।

অনুবাদ

যাদবগণ দেখলেন যে উপস্থিত বহু রাজারা ছিলেন তাদের পুরানো বন্ধু ও আত্মীয়, যেমন—মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তী, অনর্ত ও কেরলরাজগণ। তারা তাদের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়পক্ষের অন্যান্য বহু রাজাদের দেখতে পেলেন। অধিকন্তু, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারা তাদের প্রিয় সখা নন্দ মহারাজ ও দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীদেরও দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৪

অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা
প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ ।
আশ্লিষ্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা
হৃষ্যত্ত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্ ॥ ১৪ ॥

অন্যোন্য—পরস্পরের; সন্দর্শন—দর্শন থেকে; হর্ষ—আনন্দের; রংহসা—আবেগে; প্রোৎফুল্ল—বিকশিত; হৃৎ—তাদের হৃদয়ের; বক্ত্র—এবং মুখমণ্ডল; সরোরুহ—পদ্মের; শ্রিয়ঃ—শোভা; আশ্লিষ্য—আলিঙ্গনপূর্বক; গাঢ়ম্—গাঢ়; নয়নৈঃ—তাঁদের চক্ষু থেকে; স্রবৎ—বর্ষণপূর্বক; জলাঃ—জল (অশ্রু); হৃষ্যৎ—পুলকিত; ত্বচঃ—ত্বক; রুদ্ধ—রুদ্ধ; গিরঃ—বাক্; যযুঃ—তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; মুদম্—আনন্দ।

অনুবাদ

একে অপরকে দর্শন করার মহা-আনন্দ তাদের হৃদয় ও মুখ-পদ্মকে নব-সৌন্দর্যে বিকশিত করল। পুরুষেরা একে অপরকে উৎসাহভরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নয়ন থেকে অশ্রু-বর্ষণ করতে করতে পুলকিত গাত্রে ও রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা সকলে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথোঽতিসৌহৃদ-
স্মিতামলাপাঙ্গদৃশোঽভিরেভিরে ।

স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্
নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ ॥ ১৫ ॥

স্ত্রিয়ঃ—রমণীরা; চ—এবং; সংবীক্ষ্য—দর্শন করে; মিথঃ—পরস্পরকে; অতি—অতিশয়; সৌহৃদ—সৌহার্দ দ্বারা; স্মিত—হাস্যপূর্বক; অমল—নির্মল; অপাঙ্গ—দৃষ্টিপাত প্রদর্শন পূর্বক; দৃশঃ—নয়ন; অভিরেভিরে—তাঁরা আলিঙ্গন করলেন; স্তনৈঃ—স্তন দ্বারা; স্তনান্—স্তনসমূহ; কুঙ্কুম—কুঙ্কুমের; পঙ্ক—পিষ্টক দ্বারা; রূষিতান্—লেপন করে; নিহত্য—জড়িয়ে ধরে; দোর্ভিঃ—তাঁদের বাহুযুগল দ্বারা; প্রণয়—প্রেমের; অশ্রু—অশ্রু; লোচনাঃ—যাঁদের নেত্রে।

অনুবাদ

রমণীরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় বন্ধুত্বের নির্মল হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত করলেন। আর যখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁদের কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনসমূহ পীড়িত হয়েছিল ও তাঁদের নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

ততোঽভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ ।
স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; অভিবাদ্য—প্রণাম নিবেদন করে; তে—তাঁরা; বৃদ্ধান্—তাঁদের জ্যেষ্ঠগণকে; যবিষ্ঠৈঃ—তাদের কনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ দ্বারা; অভিবাদিতাঃ—প্রণাম নিবেদিত হয়ে; স্বাগতম্—স্বাগত; কুশলম্—কুশল; পৃষ্ট্বা—জিজ্ঞাসা পূর্বক; চক্রুঃ—তাঁরা বললেন; কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; কথাঃ—কথা; মিথঃ—পরস্পরের মধ্যে।

অনুবাদ

তারপর তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠবর্গকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং পরিবর্তে তাঁদের কনিষ্ঠ আত্মীয়দের থেকে প্রণাম গ্রহণ করলেন। একে অপরের কাছ থেকে তাঁদের যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত কিছু হচ্ছে বৈষ্ণবগণের বিশেষ আচরণ। এমন কি পারিবারিক ঝামেলা যা সাধারণত বদ্ধজীবকে ভ্রান্তপথে চালিত করে তাও ভগবানের এই সকল শুদ্ধ ভক্তদের পরিবারের জন্য কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। নির্বিশেষবাদীদের এই সকল অন্তরঙ্গ আচরণ হৃদয়ঙ্গম করার কোন ক্ষমতা নেই কারণ তাদের দর্শন কোন রকম ব্যক্তিগত, আবেগ জনিত ঘটনাকে মায়ারূপে নিন্দা করে। যখন নির্বিশেষবাদীদের

অনুগামীরা ভগবান কৃষ্ণ ও ভক্তদের প্রেমময়ী সম্পর্কটি হৃদয়ঙ্গম করার ভান করে তারা কেবল তাদের নিজেদের এবং তাদের শ্রোতাদের সর্বনাশ সৃষ্টি করে।

শ্লোক ১৭

পৃথা ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি ।
ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দং চ জহৌ সঙ্কথয়া শুচঃ ॥ ১৭ ॥

পৃথা—কুন্তী; **ভ্রাতৄন্**—তার ভ্রাতাগণ; **স্বসৃঃ**—এবং ভগিনীগণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৎ**—তাদের; **পুত্রান্**—পুত্রগণ; **পিতরৌ**—তার পিতা ও মাতা; **অপি**—ও; **ভ্রাতৃ**—তার ভ্রাতার; **পত্নীঃ**—পত্নী; **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—ও; **জহৌ**—তিনি পরিত্যাগ করলেন; **সঙ্কথয়া**—কথোপকথনের সময়; **শুচঃ**—তার শোক।

অনুবাদ

রাণী কুন্তী তাঁর ভ্রাতা ভগিনী ও তাদের পুত্রদের সঙ্গে, তাঁর পিতামাতা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং ভগবান মুকুন্দের সঙ্গেও মিলিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তাঁর শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

এমন কি এক শুদ্ধ ভক্তের নিরন্তর উদ্বিগ্নতা দৃশ্যত নির্বিশেষবাদীদের শান্তির ঠিক বিপরীত, কিন্তু তা ভগবৎ প্রেমের এক উন্নত প্রকাশও হতে পারে, পাণ্ডব জননী, শ্রীকৃষ্ণের পিসীমা, শ্রীমতী কুন্তীদেবীর মাধ্যমে সেই দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

কুন্ত্যুবাচ

আর্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্ ।
যদ্বা আপৎসু মদ্বার্তাং নানুস্মরথ সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

কুন্তী উবাচ—রাণী কুন্তী বললেন; **আর্য**—হে শ্রদ্ধেয়; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাতা; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অকৃত**—প্রাপ্ত হতে ব্যর্থ হয়ে; **আশিষম্**—আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ; **যৎ**—যেহেতু; **বৈ**—বস্তুত; **আপৎসু**—বিপৎকালে; **মৎ**—আমার; **বার্তাম্**—যা ঘটেছিল; **ন অনুস্মরথ**—তোমরা কেউই স্মরণ করনি; **সৎ-তমাঃ**—পরম সজ্জনগণ।

অনুবাদ

রাণী কুন্তী বললেন—হে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, আমি মনে করি যে আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপূর্ণ কারণ যদিও তোমরা সকলে অতি সজ্জন কিন্তু আমার বিপৎকালে তোমরা আমায় বিস্মৃত হয়েছিলে।

তাৎপর্য

রাণী কুন্তী এখানে তাঁর ভ্রাতা বসুদেবকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন।

শ্লোক ১৯

সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি ।
নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্ ॥ ১৯ ॥

সুহৃদঃ—সুহৃদগণ; জ্ঞাতয়ঃ—এবং আত্মীয়বর্গ; পুত্রাঃ—পুত্রগণ; ভ্রাতরঃ—ভ্রাতাগণ; পিতরৌ—পিতা-মাতা; অপি—ও; ন অনুস্মরন্তি—স্মরণ করেন না; স্ব-জনম্—স্বজন; যস্য—যার; দৈবম্—দৈব; অদক্ষিণম্—প্রতিকূল।

অনুবাদ

যার দৈব আর অনুকূল নয় এরূপ স্বজনকে তার বন্ধুগণ ও পরিবারের সদস্যগণ—এমন কি পুত্র, ভ্রাতা ও পিতা-মাতাগণও বিস্মৃত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, কুন্তী তাঁর দুঃখভোগের জন্য তাঁর আত্মীয়বর্গকে দায়ী করছেন না। তাই তিনি তাঁদের "পরম সজ্জন ব্যক্তি" বলে উল্লেখ করছেন এবং তাঁর দুঃখের কারণ রূপে এখানে তাঁর মন্দ ভাগ্যকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করছেন।

শ্লোক ২০

শ্রীবসুদেব উবাচ

অম্ব মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্নরান্ ।
ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্যতেঽথ বা ॥ ২০ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব বললেন; অম্ব—হে প্রিয় ভগিনী; মা—কর না; অস্মান্—আমাদের উপর; অসূয়েথাঃ—রাগ; দৈব—ভাগ্যের; ক্রীড়নকান্—ক্রীড়াসামগ্রী; নরান্—মনুষ্য; ঈশস্য—ভগবানের; হি—বস্তুত; বশে—নিয়ন্ত্রণাধীন; লোকঃ—একজন ব্যক্তি; কুরুতে—তার নিজের মতো কার্য করে; কার্যতে—অন্যান্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কার্য করে; অথ বা—অথবা।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—প্রিয় ভগিনী, আমাদের উপর রাগ কর না। আমরা সাধারণ মানুষ মাত্র, ভাগ্যের ক্রীড়ার সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার নিজের মতো করেই কার্য করুক অথবা অন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়েই কার্য করুক, সে সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

শ্লোক ২১

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং যাত্রা দিশং দিশম্ ।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥ ২১ ॥

কংস—কংস দ্বারা; প্রতাপিতাঃ—অত্যন্ত পীড়িত; সর্বে—সকলে; বয়ম্—আমরা; যাতাঃ—প্রস্থান করেছিলাম; দিশম্ দিশম্—বিভিন্ন দিকে; এতর্হি এব—ঠিক এখন; পুনঃ—পুনরায়; স্থানম্—আমাদের যথার্থ স্থানে; দৈবেন—দৈব দ্বারা; আসাদিতাঃ—আনীত হয়েছি; স্বসঃ—হে ভগিনী।

অনুবাদ

হে ভগিনী, কংস দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলাম, কিন্তু দৈবানুগ্রহে অবশেষে এখন আমরা আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়েছি।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেঽর্চিতা নৃপাঃ ।
আসন্নচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; বসুদেব-উগ্রসেন-আদ্যৈঃ—বসুদেব ও উগ্রসেন প্রমুখ দ্বারা; যদুভিঃ—যাদবগণ দ্বারা; তে—তারা; অর্চিতাঃ—সম্মানিত করেছিলেন; নৃপাঃ—রাজারা; আসন্—হয়েছিলেন; অচ্যুত—ভগবান কৃষ্ণের; সন্দর্শ—দর্শন করার দ্বারা; পরম—পরম; আনন্দ—আনন্দে; নির্বৃতাঃ—শান্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বসুদেব, উগ্রসেন ও অন্যান্য যদুগণ, ভগবান অচ্যুতকে দর্শন করে পরমানন্দ ও শান্তি লাভকারী বিভিন্ন রাজাদের সম্মানিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৬

ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকাপুত্রো গান্ধারী সসুতা তথা ।
সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ ॥ ২৩ ॥
কুন্তীভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগ্নজিন্মহান্ ।
পুরুজিদ্ দ্রুপদঃ শল্যো ধৃষ্টকেতুঃ স কাশিরাট্ ॥ ২৪ ॥
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ ।
যুধামন্যুঃ সুশর্মা চ সসুতা বাহ্লিকাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥
রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ শৌরেঃ সস্ত্রীকং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ ॥ ২৬ ॥

ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অম্বিকা-পুত্রঃ—ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অম্বিকার পুত্র (ধৃতরাষ্ট্র); **গান্ধারী**—গান্ধারী; **স**—সহ একত্রে; **সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **তথা**—ও; **স-দারাঃ**—তাদের পত্নীগণ সহ; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডুর পুত্রগণ; **কুন্তী**—কুন্তী; **সঞ্জয়ঃ বিদুরঃ কৃপঃ**—সঞ্জয়, বিদুর ও কৃপ; **কুন্তীভোজঃ বিরাটঃ চ**—কুন্তীভোজ এবং বিরাট; **ভীষ্মকঃ**—ভীষ্মক; **নগ্নজিৎ**—নগ্নজিৎ; **মহান্**—মহান; **পুরুজিৎ দ্রুপদঃ শল্যঃ**—পুরুজিৎ, দ্রুপদ এবং শল্য; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু; **সঃ**—তিনি; **কাশি-রাট্**—কাশীরাজ; **দমঘোষঃ বিশালাক্ষঃ**—দমঘোষ ও বিশালাক্ষ; **মৈথিলঃ**—মিথিলার রাজা; **মদ্র-কেকয়ৌ**—মদ্র ও কেকয়ের রাজাগণ; **যুধামন্যুঃ সুশর্মা চ**—যুধামন্যু ও সুশর্মা; **স-সুতাঃ**—তাদের পুত্রগণ সহ; **বাহ্লিক-আদয়ঃ**—বাহ্লিক ও অন্যান্যরা; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **যে**—যে; **চ**—এবং; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজাগণের শ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ); **যুধিষ্ঠিরম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অনুব্রতাঃ**—অনুগত; **শ্রী**—সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের; **নিকেতম্**—আলয়; **বপুঃ**—ব্যক্তিগত রূপ; **শৌরেঃ**—ভগবান কৃষ্ণের; **স-স্ত্রীকম্**—তাঁর মহিষীগণ সহ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত হলেন।

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও তার পুত্রগণ, পাণ্ডবগণ ও তাদের পত্নীগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তীভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহান নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্মা, তার পার্ষদবর্গ ও তাদের পুত্রগণ সহ বাহ্লিক এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজাগণ সহ উপস্থিত সকল রাজাগণ, হে রাজেন্দ্র, তারা সকলেই, তাঁর মহিষীগণ সহ তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান সকল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলয় ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই সকল রাজারা এখন ছিলেন যুধিষ্ঠিরের অনুগত কারণ রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের সুযোগ লাভের জন্য তিনি এদের প্রত্যেককে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন। বৈদিক বিধিসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে একজন ক্ষত্রিয় যিনি স্বর্গে উত্তীর্ণ হবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে চান তাকে অবশ্যই প্রথমে একটি 'বিজয় অশ্ব'কে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করার জন্য প্রেরণ করতে হবে। যে কোন রাজা, যার অঞ্চলে এই অশ্ব প্রবেশ করবে তাকে অবশ্যই হয় স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করতে হবে অথবা সেই ক্ষত্রিয় বা তার প্রতিনিধির সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হতে হবে।

শ্লোক ২৭

অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ ।
প্রশশংসুর্মুদা যুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ ॥ ২৭ ॥

অথ—অতঃপর; **তে**—তারা; **রাম-কৃষ্ণাভ্যাম্**—বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বারা; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়ে; **সমর্হণাঃ**—সম্মান; **প্রশশংসুঃ**—আগ্রহভরে প্রশংসা করলেন; **মুদা**—আনন্দ সহকারে; **যুক্তাঃ**—পূর্ণ; **বৃষ্ণীন্**—বৃষ্ণিগণ; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **পরিগ্রহান্**—ব্যক্তিগত পার্ষদগণ।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উদারভাবে তাঁদের সম্মানিত করার পর অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই সকল রাজারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ পার্ষদ, বৃষ্ণিবংশের সদস্যদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৮

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥ ২৮ ॥

অহো—আহা; **ভোজ-পতে**—হে ভোজপতি উগ্রসেন; **যূয়ম্**—আপনি; **জন্ম-ভাজঃ**—এক সার্থক জন্ম গ্রহণ করেছেন; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **যৎ**—কারণ; **পশ্যথ**—আপনি দর্শন করেন; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **দুর্দর্শম্**—দুর্লভ দর্শন; **অপি**—এমন কি; **যোগিনাম্**—মহা-যোগিগণ দ্বারা।

অনুবাদ

[রাজারা বললেন—] হে ভোজরাজ, মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি একমাত্র এক প্রকৃত উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হয়েছেন, কারণ আপনি মহান যোগিগণেরও দুর্লভ দর্শন ভগবান কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন।

শ্লোক ২৯-৩০

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্ ।
ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্ম-
স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান ॥ ২৯ ॥
তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥ ৩০ ॥

যৎ—যাঁর; বিশ্রুতিঃ—যশ; শ্রুতি—বেদ দ্বারা; নুত—ধ্বনিত; ইদম্—এই (ব্রহ্মাণ্ড); অলম্—পরিপূর্ণরূপে; পুনাতি—পবিত্র করে; পাদ—যাঁর চরণদ্বয়; অবনেজন—ধৌতকারী; পয়ঃ—জল; চ—এবং; বচঃ—বাক্য; চ—এবং; শাস্ত্রম্—শাস্ত্র; ভূঃ—পৃথিবী; কাল—সময় দ্বারা; ভর্জিত—দগ্ধিত; ভগা—যার সৌভাগ্য; অপি—এমন কি; যৎ—যার; অঙ্ঘ্রি—চরণদ্বয়ের; পদ্ম—পদ্মসদৃশ; স্পর্শ—স্পর্শ দ্বারা; উত্থ—উত্থিত হয়; শক্তিঃ—যার শক্তি; অভিবর্ষতি—প্রচুরভাবে বর্ষিত হয়; নঃ—আমাদের উপর; অখিল—সকল; অর্থান্—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়; তৎ—তাঁর; দর্শন—দর্শন দ্বারা; স্পর্শন—স্পর্শ; অনুপথ—অনুগমন; প্রজল্প—কথোপকথন; শয্যা—বিশ্রাম গ্রহণের জন্য শয়ন; আসন—উপবেশন; অশন—ভোজন; স-যৌন—বিবাহসম্বন্ধ; স-পিণ্ড—এবং রক্তের সম্বন্ধে; বন্ধঃ—সম্পর্ক; যেষাম্—যাঁর; গৃহে—পারিবারিক জীবন; নিরয়—নরকের; বর্ত্মনি—পথে; বর্ততাম্—ভ্রমণশীল; বঃ—আপনাদের; স্বর্গ—স্বর্গ (প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা); অপবর্গ—এবং মুক্তি; বিরমঃ—বিতৃষ্ণার (কারণ); স্বয়ম্—নিজে; আস—উপস্থিত রয়েছেন; বিষ্ণুঃ—ভগবান বিষ্ণু।

অনুবাদ

বেদ দ্বারা কীর্তিত তাঁর যশ, তাঁর চরণদ্বয় ধৌত জল এবং শাস্ত্ররূপে কথিত তাঁর বচন—এই সমস্তকিছু পরিপূর্ণরূপে এই জগতকে পবিত্র করে। যদিও কাল দ্বারা পৃথিবীর সৌভাগ্য দগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মের স্পর্শ তা পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং তাই ধরিত্রী আমাদের উপর আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা বর্ষণ করছে। সেই একই ভগবান বিষ্ণু যিনি কাউকে স্বর্গ ও মুক্তির উদ্দেশ্য বিস্মৃত করান, যিনি অন্যভাবে পারিবারিক জীবনের নারকীয় পথে বিচরণ করেন, এখন আপনাদের সঙ্গে রক্ত ও বৈবাহিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে

এই সমস্ত সম্পর্কে আপনারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁর অনুগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং বিশ্রামের জন্য তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে শয়ন করেন, সহজেই উপবেশন করেন এবং আপনাদের ভোজন গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

সমগ্র বৈদিক মন্ত্র ভগবান বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করছে—রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্যের মতো বিদ্বান আচার্যগণ যথাক্রমে তাঁদের *বেদার্থ-সংগ্রহ* ও *ঋক-বেদ* ভাষ্য গ্রন্থে বিস্তৃত প্রমাণ দ্বারা এই সত্যকে সমর্থন করছেন। বিষ্ণু স্বয়ং যে কথাসমূহ বলছেন, যেমন *ভগবদ্গীতা*, সেটি হচ্ছে সকল শাস্ত্রের সারাতিসার। তাঁর ব্যাসদেবরূপ প্রকাশে ভগবান *বেদান্ত সূত্র* ও *মহাভারত* উভয়ই রচনা করেছেন এবং এই *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণের নিজ বক্তব্য যুক্ত হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।* "সকল বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য। প্রকৃতপক্ষে আমি বেদান্তের সংকলক ও আমি বেদবেত্তা।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)

যখন ভগবান বিষ্ণু বলি মহারাজার সম্মুখে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, ভগবানের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণকে বিদ্ধ করেছিল। ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক বাইরে অবস্থিত চিন্ময় বিরজা নদীর জল তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে চুইয়ে নেমেছিল এবং তা ভগবান বামনদেবের চরণ ধৌত করে গঙ্গা নদী রূপে প্রবাহিত হয়েছিল। তার উৎসের পবিত্রতার জন্য গঙ্গা নদীকে সাধারণভাবে পরম পবিত্র নদী রূপে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যমুনার জল আরও প্রভাবসম্পন্ন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু তাঁর আদিস্বরূপ গোবিন্দরূপে তাঁর অন্তরঙ্গ সখাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন।

এই দুটি শ্লোকে সমবেত রাজারা ভগবান কৃষ্ণের যদুবংশের বিশেষ যোগ্যতার প্রশংসা করলেন। তাঁরা কেবল কৃষ্ণকে দর্শনই করেন না, তাঁরা রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক, এই দ্বৈত সম্পর্কের বন্ধনের দ্বারা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেও যুক্ত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রস্তাব করছেন যে বন্ধ শব্দটির আরও সুস্পষ্ট অর্থ "সম্বন্ধ" ব্যতীতও "বন্দী করা" অর্থে শব্দটিকে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে এইভাব প্রকাশ করে যে ভগবানের প্রতি যদুগণের প্রেমের অনুভূতি তাঁকে সর্বদা তাদের সঙ্গে অবস্থান করতে বাধ্য করেছিল।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্তত্র যদূন প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্ ।
তত্রাগমদ্ধৃতো গোপৈরনঃস্থার্থৈর্দিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **তত্র**—সেখানে; **যদূন্**—যদুগণের; **প্রাপ্তান্**—আগমন; **জ্ঞাত্বা**—অবগত হয়ে; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পুরোগমান্**—প্রমুখ; **তত্র**—সেখানে; **অগমৎ**—তিনি গমন করলেন; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপগণ দ্বারা; **অনঃ**—তাদের শকটে; **স্থ**—স্থিত; **অর্থৈঃ**—সম্পত্তিসমূহ; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—নন্দ মহারাজ যখন অবগত হলেন যে কৃষ্ণ প্রমুখ যদুগণ উপস্থিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাদের বিভিন্ন সম্পত্তি তাদের শকটে চাপিয়ে গোপগণও তার সঙ্গী হলেন।

তাৎপর্য

ব্রজের গোপগণ কিছুদিনের জন্য কুরুক্ষেত্রে অবস্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাই তাঁরা যথেষ্ট সাজসরঞ্জাম বিশেষত কৃষ্ণ ও বলরামের আনন্দের জন্য দুগ্ধজাত উৎপাদন ও অন্যান্য খাদ্য সম্ভার দ্বারা সজ্জিত হয়ে আগমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ ।
পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥ ৩২ ॥

তম্—তাকে, নন্দ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিগণ; **হৃষ্টাঃ**—হৃষ্টচিত্তে; **তন্বঃ**—শরীর; **প্রাণম্**—তাদের প্রাণ বায়ু; **ইব**—যেন; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **পরিষস্বজিরে**—তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন; **গাঢ়ম্**—দৃঢ়ভাবে; **চির**—দীর্ঘসময় পর; **দর্শন**—দর্শনে; **কাতরাঃ**—বিহ্বল।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজকে দর্শন করে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হয়েছিলেন এবং মৃতদেহে প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো উত্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁকে দর্শন না করার অত্যন্ত কাতর অনুভব হেতু তাঁরা তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধারণ করলেন।

শ্লোক ৩৩

বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সম্প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসং চ গোকুলে ॥ ৩৩ ॥

বসুদেবঃ—বসুদেব; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক (নন্দ মহারাজকে); **সম্প্রীতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **প্রেম**—প্রেমবশত; **বিহ্বলঃ**—বিহ্বল; **স্মরন্**—স্মরণ করে;

কংস-কৃতান্—কংস দ্বারা সৃষ্ট; **ক্লেশান্**—উৎপীড়ন; **পুত্র**—তার পুত্রদের; **ন্যাসম্**—সংরক্ষণ; **চ**—এবং; **গোকুলে**—গোকুলে।

অনুবাদ

বসুদেব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নন্দ মহারাজকে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে, তার প্রতি কংস কৃত উৎপীড়ন হেতু তিনি যে তার পুত্রদের সুরক্ষার জন্য তাদের গোকুলে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, বসুদেব তা স্মরণ করলেন।

শ্লোক ৩৪

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **পিতরৌ**—তাদের পিতা-মাতাকে; **অভিবাদ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **চ**—এবং; **ন কিঞ্চন**—কোন কিছু নয়; **ঊচতুঃ**—বললেন; **প্রেম্ণা**—প্রেমে; **স-অশ্রু**—অশ্রুপূর্ণ; **কণ্ঠৌ**—যাদের কণ্ঠ; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পালক পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু তাদের কণ্ঠ প্রেমাশ্রু দ্বারা এতটা রুদ্ধ ছিল যে, সেই ভগবানদ্বয় কিছুই বলতে পারলেন না।

তাৎপর্য

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর একজন ভদ্র সন্তানের অবশ্যই তার পিতা-মাতাকে প্রথমে প্রণাম নিবেদন করা উচিত। যাই হোক নন্দ ও যশোদা তাদের পুত্রদের সেই সুযোগ দেননি, কারণ তাঁদের দর্শন মাত্র তারা তাঁদের আলিঙ্গন করেছিলেন। কেবলমাত্র তারপরই কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ ।
যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতু শুচঃ ॥ ৩৫ ॥

তৌ—তাদের দুইজনকে; **আত্ম-আসনম্**—তাদের কোলে; **আরোপ্য**—তুলে নিয়ে; **বাহুভ্যাম্**—তাদের বাহু দ্বারা; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করলেন; **চ**—এবং; **যশোদা**—মা যশোদা; **চ**—ও; **মহা-ভাগা**—সাধ্বী; **সুতৌ**—তাদের পুত্রদ্বয়কে; **বিজহতুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করলেন; **শুচঃ**—তাদের শোক।

অনুবাদ

তাঁদের দুই পুত্রকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে তাঁদের বাহু মধ্যে তাঁদের ধারণ করে নন্দ ও সাধ্বী মাতা যশোদা তাঁদের শোক বিস্মৃত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে প্রাথমিক আলিঙ্গন ও প্রণামের পর বসুদেব, নন্দ ও যশোদাকে তার ছাউনিতে নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের হাত ধরে ছিলেন। রোহিণী, ব্রজের অন্যান্য পুরুষ ও রমণীগণ এবং বেশ কয়েকজন ভৃত্য ভিতরে তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। ভিতরে, নন্দ ও যশোদা সেই দুই বালককে তাঁদের কোলে গ্রহণ করলেন। দ্বারকার দুই অধীশ্বরের মহিমা শ্রবণ করা সত্ত্বেও এবং তাদের চোখের সামনে এখন সেই সকল ঐশ্বর্য দর্শন করা সত্ত্বেও, নন্দ ও যশোদা তাঁদের এমনভাবে দেখছিলেন যেন তাঁরা তখনও তাঁদের সেই আট বৎসরের শিশু।

শ্লোক ৩৬

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্ ।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥ ৩৬ ॥

রোহিণী—রোহিণী; **দেবকী**—দেবকী; **চ**—এবং; **অথ**—তারপর; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **ব্রজ-ঈশ্বরীম্**—ব্রজের রাণী (যশোদা); **স্মরন্ত্যৌ**—স্মরণ করলেন; **তৎ**—তার দ্বারা; **কৃতাম্**—কৃত; **মৈত্রীম্**—সখ্যতা; **বাষ্প**—অশ্রু; **কণ্ঠ্যৌ**—যার কণ্ঠে; **সমূচতুঃ**—তারা তাকে বললেন।

অনুবাদ

তারপর রোহিণী ও দেবকী উভয়ে ব্রজের রাণীকে আলিঙ্গন করে তাদের প্রতি প্রদর্শিত তার বিশ্বস্ত সখ্যতার কথা স্মরণ করলেন। তাঁদের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, সেই সময় শ্রীবসুদেব, উগ্রসেন ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ যদুগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নন্দকে বাইরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করে রোহিণী ও দেবকী রাণী যশোদার সঙ্গে কথা বললেন।

শ্লোক ৩৭

কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি ।
অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া ॥ ৩৭ ॥

কা—কোন রমণী; বিস্মরেত—বিস্মৃত হতে পারে; বাম্—আপনাদের দুইজনের (যশোদা ও নন্দ); মৈত্রীম্—মৈত্রী; অনিবৃত্তাম্—অবিরাম; ব্রজ-ঈশ্বরি—হে ব্রজের রাণী; অবাপ্য—লাভ করে; অপি—ও; ঐন্দ্রম্—ইন্দ্রের; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য; যস্যাঃ—যার জন্য; ন—না; ইহ—এই জগতে; প্রতি-ক্রিয়া—পরিশোধ।

অনুবাদ

[রোহিণী ও দেবকী বললেন—] হে ব্রজেশ্বরি, আপনি ও নন্দ মহারাজ যে অবিরাম মৈত্রী আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন কোন রমণী তা বিস্মৃত হতে পারে? এমন কি ইন্দ্রের সম্পদ দ্বারাও ইহ জগতে তা পরিশোধের পথ নেই।

শ্লোক ৩৮

এতাবদ্দৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি ।
প্রাপ্যোষতুর্ভবতি পক্ষ্ম হ যদ্বদক্ষ্ণোর্
ন্যস্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ ॥ ৩৮ ॥

এতৌ—এই দুইজন; অদৃষ্ট—দেখেনি; পিতরৌ—তাঁদের পিতা-মাতাকে; যুবয়োঃ—আপনাদের দুইজনের; স্ম—বস্তুত; পিত্রোঃ—পিতা-মাতা; সম্প্রীণন—আদর; অভ্যুদয়—লালন; পোষণ—পোষণ; পালনানি—এবং পালন; প্রাপ্য—প্রাপ্ত হয়ে; ঊষতুঃ—তাঁরা বাস করেছিল; ভবতি—আপনার; পক্ষ্ম—নেত্ররোম; হ—বস্তুত; যদ্বৎ—ঠিক যেমন; অক্ষ্ণোঃ—নেত্রদ্বয়ের; ন্যস্তৌ—ন্যস্ত হয়ে; অকুত্র—কোথাও নয়; চ—এবং; ভয়ৌ—ভয়; ন—না; সতাম্—সজ্জনগণের; পরঃ—পর; স্বঃ—আপন।

অনুবাদ

এই দুই বালক তাদের প্রকৃত পিতা-মাতাকে দর্শন করার পূর্বে আপনারা তাদের পিতা-মাতা রূপে আচরণ করেছেন এবং তাদের সকল প্রীতিপূর্ণ যত্ন, শিক্ষা, পোষণ ও সুরক্ষা প্রদান করেছেন। হে সুভদ্রে, তাঁরা ছিল অকুতোভয়, কারণ ঠিক যেভাবে নেত্ররোম চক্ষুকে রক্ষা করে সেভাবে আপনারা তাদের রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের মতো সজ্জনগণ আপন পরের মধ্যে ভেদ করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণ ও বলরাম দুটি কারণের জন্য তাদের পিতা-মাতাকে দর্শন করেননি—তাদের ব্রজে নির্বাসনের জন্য এবং যেহেতু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কখনই জন্ম গ্রহণ করেন না, সুতরাং তাদের কোন পিতামাতাও নেই।

এই শ্লোকটি বলার আগে দেবকী কি ভেবেছিলেন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাও বর্ণনা করেছেন—"হায়, যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ আমার এই দুই পুত্র তাদের অভিভাবক ও মাতা রূপে আপনাকে লাভ করেছিল এবং যেহেতু তাঁরা আপনার এরূপ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের আনন্দময় বিশাল সাগরে নিমজ্জিত ছিল, এখন আরেকবার আপনি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা আমাকে লক্ষ্য করার জন্যও অত্যন্ত অন্যমনস্ক রয়েছে। আমার ধারণ করা মাতৃস্নেহের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী স্নেহ প্রদর্শন করে আপনিও, তাঁদের প্রেমে অন্ধ ও উন্মত্তের মতো আচরণ করছেন। এইভাবে আপনাদের সুহৃদ, আমাদের না চিনতে পেরে আপনি কেবল আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছেন। তাই কিছু স্নেহময় বাক্যের ছলনায় আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনছি।"

তারপর দেবকী যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরও যশোদার থেকে কোন উত্তর পেলেন না, রোহিণী বললেন, "প্রিয় দেবকী, এখন তাকে এই আনন্দ-সমাধি থেকে জাগরিত করা অসম্ভব। আমরা অরণ্যে রোদন করছি এবং তিনি যেমন তার দুই পুত্রের জন্য স্নেহের রজ্জুতে আবদ্ধ তেমনি তার দুই পুত্রও তার জন্য কিছু কম আবদ্ধ নয়। তাই চল, এখন পৃথা, দ্রৌপদী ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া যাক।"

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বাস্‌
তদ্‌ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **কৃষ্ণম্‌**—কৃষ্ণ; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল পরে; **অভীষ্টম্‌**—তাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য; **যৎ**—যাঁকে; **প্রেক্ষণে**—দর্শন করার সময়; **দৃশিষু**—তাদের চোখের; **পক্ষ্ম**—নেত্ররোমের; **কৃতম্‌**—স্রষ্টা; **শপন্তি**—তাঁরা শাপ দিলেন; **দৃগ্‌ভিঃ**

—তাদের নেত্র দ্বারা; **হৃদী-কৃতম্**—তাদের হৃদয়ে গৃহীত; **অলম্**—তাদের সন্তুষ্টি অবধি; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **সর্বা**—তাদের সকলে; **তৎ**—তাঁর; **ভাবম্**—ভাবমগ্নতা; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **অপি**—যদিও; **নিত্য**—নিরন্তরভাবে; **যুজাম্**—যোগিগণের জন্যও; **দুরাপম্**—দুর্লভ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করার সময় গোপীগণ তাদের নেত্ররোমের (যা মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁকে দর্শন করতে তাদের বাধা দিচ্ছিল) স্রষ্টাকে দোষারোপ করতেন। এখন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে আবার দর্শন করে তাদের নয়ন দ্বারা তারা তাঁকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং সেখানে তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি পর্যন্ত তারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে তারা সম্পূর্ণত তাঁর ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন, যদিও এরূপ মগ্নতা যোগীগণেরও দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ঠিক তখনি শ্রীবলরাম গোপীদের স্বল্প দূরত্বে দণ্ডায়মান দর্শন করেছিলেন। তাদেরকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ্রহে কম্পিত এবং যদি তারা না পারেন তাহলে তাদের জীবন পরিত্যাগেও প্রস্তুত দর্শন করে, তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সেখান থেকে উঠে গিয়ে নিজেকে অন্যত্র যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর গোপীগণ বর্তমান শ্লোকে বর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। "নেত্ররোমের স্রষ্টা" ব্রহ্মার প্রতি গোপীগণের অসহিষ্ণু অশ্রদ্ধা উল্লেখ করতে গিয়ে শুকদেব গোস্বামী গোপীগণের অনুকূল অবস্থার প্রতি তার নিজের সূক্ষ্ম ঈর্ষাকে প্রকাশ পেতে দিয়েছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী *নিত্য-যুজাম্* বাক্যাংশটির একটি বিকল্প অর্থ প্রদান করেছেন যার অর্থ হতে পারে এই যে, "এমনকি ভগবানের প্রধানা মহিষীগণও তাঁর সঙ্গে তাদের নিরন্তর সঙ্গের জন্য গর্বিত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ করেন।"

"লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন "যেহেতু তাঁরা বহু বৎসর যাবৎ কৃষ্ণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাই নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার সঙ্গে এসে কৃষ্ণকে দর্শন করে গোপীরা গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণদর্শনের জন্য গোপীগণের এই ব্যাকুলতা কেউ কল্পনা করতে পারে না। দৃষ্টিপথে আসা মাত্রই গোপীরা দর্শনের মাধ্যমে কৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করে পরম তৃপ্তিতে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। মনে মনে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেও তাঁরা আনন্দে এতই উৎফুল্ল ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সাময়িকভাবে তাঁরা নিজেদেরকেও ভুলে গিয়েছিলেন। শুধু মনে মনে কৃষ্ণকে

আলিঙ্গন করে গোপীগণ যে আনন্দময় সমাধি লাভ করেন, তা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন শ্রেষ্ঠ যোগীদের কাছেও সুদুর্লভ। কৃষ্ণ হৃদয়ঙ্গম করলেন যে মানসিকভাবে তাঁকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে গোপীগণ দিব্য আনন্দে ভাবাবিষ্ট এবং তাই যেহেতু তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তাই কৃষ্ণকে মনে মনে আলিঙ্গন প্রদান করেছিলেন।"

শ্লোক ৪০

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তাঃ**—তাদের; **তথা-ভূতাঃ**—তেমন অবস্থা প্রাপ্ত; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **উপসঙ্গতঃ**—গমন করে; **আশ্লিষ্য**—আলিঙ্গন পূর্বক; **অনাময়ম্**—স্বাস্থ্য; **পৃষ্ট্বা**—জিজ্ঞাসা করে; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

তাঁদের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গোপীগণ যখন দণ্ডায়মান ছিলেন ভগবান এক নির্জন স্থানে তাঁদের সমীপবর্তী হলেন। তাঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করার পর তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তিনি হাসতে হাসতে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে প্রত্যেক গোপীকে তাঁর ভাবাবিষ্টতা থেকে জাগরিত করে প্রত্যেক গোপীকে স্বতন্ত্রভাবে আলিঙ্গন করার জন্য কৃষ্ণ তাঁর বিভূতি-শক্তি দ্বারা নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি এখন তোমাদের বিরহ বেদনার উপশম বোধ করছ?" এবং তাঁদের ভাবকে হাল্কা করার সহায়তার জন্য হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ৪১

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া ।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ৪১ ॥

অপি—কি; **স্মরথ**—তোমরা স্মরণ কর; **নঃ**—আমাদের; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **স্বানাম্**—প্রিয়জনের; **অর্থ**—প্রয়োজন; **চিকীর্ষয়া**—সম্পাদনের ইচ্ছা দ্বারা; **গতান্**—গমন করে; **চিরায়িতান**—দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলাম; **শত্রু**—আমাদের শত্রুর; **পক্ষ**—দল; **ক্ষপণ**—বিনাশ করার জন্য; **চেতসঃ**—দৃঢ় সঙ্কল্পিত।

অনুবাদ

[ভগবান কৃষ্ণ বললেন—] হে প্রিয় সখীগণ, তোমরা কি এখনও আমাকে স্মরণ কর? আমার আত্মীয়বর্গের জন্য, আমার শত্রুদের বিনাশ করার দৃঢ়সঙ্কল্পে আমি দীর্ঘদিন দূরে অবস্থান করছিলাম।

শ্লোক ৪২

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া ।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ৪২ ॥

অপি—ও; অবধ্যায়থ—তোমরা অবজ্ঞা করছ; অস্মান্—আমাদের; স্বিৎ—সম্ভবত; অকৃতজ্ঞ—অকৃতজ্ঞ; অবিশঙ্কয়া—আশঙ্কা দ্বারা; নূনম্—বস্তুত; ভূতানি—জীবসমূহ; ভগবান্—ভগবান; যুনক্তি—যুক্ত করেন; বিযুনক্তি—বিচ্ছিন্ন করেন; চ—এবং।

অনুবাদ

তোমরা কি সম্ভবত মনে করছ যে, আমি অকৃতজ্ঞ এবং তাই আমাকে অবজ্ঞা করছ? বস্তুত ভগবানই জীবকে একত্রিত করেন এবং তারপর তাদের বিচ্ছিন্ন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের ভাবনাকে প্রকাশ করছেন "আমরা তোমার মতো নই যে দিবা রাত্র আমাদের স্মরণ করার মাধ্যমে যার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং যে বিরহ যন্ত্রণার জন্য সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ ত্যাগ করে। বরং, আমরা মোটেই তোমাকে স্মরণ করিনি, প্রকৃতপক্ষে তোমাকে ছাড়াই আমরা বেশ সুখী ছিলাম।" প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ এখানে জিজ্ঞাসা করছেন তারা তাঁর অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ কি না।

শ্লোক ৪৩

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥ ৪৩ ॥

বায়ুঃ—বায়ু; যথা—যেমন; ঘন—মেঘের; অনীকম্—দলসমূহ; তৃণম্—তৃণ; তূলম্—তুলা; রজাংসি—ধূলি; চ—এবং; সংযোজ্য—একত্রিত করে; অক্ষিপতে—চোখের নিমেষে; ভূয়ঃ—পুনরায়; তথা—সেইরূপ; ভূতানি—জীবসমূহ; ভূত—জীবের; কৃৎ—স্রষ্টা।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশি, তৃণ, তুলা এবং ধূলিকণাকে পুনরায় ছড়িয়ে দেবার জন্যই একত্রিত করে, ঠিক তেমনি স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে একইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৪৪

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৪৪ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; ভক্তিঃ—ভক্তি; হি—বস্তুত; ভূতানাম্—জীবের; অমৃতত্বায়—অমৃতত্ব; কল্পতে—লাভ হয়; দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যবশত; যৎ—যা; আসীৎ—লাভ করেছ; মৎ—আমার জন্য; স্নেহঃ—প্রেম; ভবতীনাম্—আপনার পক্ষে; মৎ—আমাকে; আপনঃ—যা প্রাপ্ত হওয়ার কারণ।

অনুবাদ

আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই জীব অমৃতত্বের যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু তোমাদের সৌভাগ্য দ্বারা তোমরা আমার প্রতি এক বিশেষ প্রেমময়ী মনোভাব লাভ করার ফলে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে গোপীগণ তখন উত্তর প্রদান করেছিলেন, "হে পরম বাক্‌চতুর, কিন্তু আপনি যে ভগবানকে দোষারোপ করছেন তিনি তো স্বয়ং আপনি ছাড়া আর কেউ নন। জগতের সকলেই এই কথা জানে। আমরা কেন এই সত্যকে উপেক্ষা করব?" "ঠিক আছে" কৃষ্ণ তখন তাদের বললেন, "যদি তা সত্যি হয়, তাহলে আমি অবশ্যই ভগবান, কিন্তু তবুও আমি তোমাদের প্রেমময়ীভাব দ্বারাই বিজিত হয়েছি।"

শ্লোক ৪৫

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥ ৪৫ ॥

অহম্—আমি; হি—বস্তুত; সর্ব—সকল; ভূতানাম্—সৃষ্ট জীবের; আদিঃ—শুরু; অন্তঃ—শেষ; অন্তরম্—অন্তর; বহিঃ—বাহির; ভৌতিকানাম্—ভৌতিক পদার্থের; যথা—যেমন; খম্—আকাশ; বাঃ—জল; ভূঃ—ক্ষিতি; বায়ুঃ—বায়ু; জ্যোতিঃ—এবং অগ্নি; অঙ্গনাঃ—হে রমণীরা।

অনুবাদ

হে রমণীরা, ঠিক যেমন মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সকল ভৌতিক পদার্থের আদি ও অন্ত এবং তাদের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রে বর্তমান, আমিও তেমনি সমস্ত সৃষ্ট জীবের আদি ও অন্ত এবং তাদের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবান কৃষ্ণ এই শ্লোকে এই ধারণা ইঙ্গিত করছেন—"তোমরা যদি জান যে, আমি ভগবান, তাহলে আমার কাছ থেকে কোনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্লেশ ভোগ করার কোন প্রশ্নই নেই, কারণ আমি সকল অস্তিত্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত । তোমাদের দুঃখ অবশ্যই বিচারের অভাববশত। সুতরাং আমার কাছ থেকে এই নির্দেশ গ্রহণ কর, যা তোমাদের অজ্ঞতা দূর করবে।

"কিন্তু বিষয়টির সত্য হল যে তোমরা গোপীরা তোমাদের পূর্বজীবনে ছিলে মহান যোগী আর তাই ইতিমধ্যেই তোমরা এই জ্ঞান-যোগের বিজ্ঞান অবগত। অধিকন্তু, আমি নিজে কিম্বা আমার প্রতিনিধি, যেমন উদ্ধবের মাধ্যমে তা শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করলেও তা আকাঙ্ক্ষিত ফল উৎপন্ন করবে না। যারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমে নিমজ্জিত তাদের কাছে জ্ঞানযোগ ক্লেশের কারণ মাত্র।"

শ্লোক ৪৬

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥ ৪৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **হি**—বস্তুত; **এতানি**—এইসকল; **ভূতানি**—ভৌত পদার্থসমূহ; **ভূতেষু**—সৃষ্টির উপাদান সমূহের মধ্যে; **আত্মা**—আত্মা; **আত্মনা**—তার আপন স্বরূপে; **ততঃ**—অনুপ্রবেশশীল; **উভয়ম্**—উভয়; **ময়ি**—আমাতে; **অথ**—সেটিই বলবার; **পরে**—পরম ব্রহ্ম মধ্যে; **পশ্যত**—তোমরা দর্শন কর; **আভাতম্**—প্রকাশিত; **অক্ষরে**—অবিনশ্বর।

অনুবাদ

এইভাবে আত্মাসমূহ যখন তাদের আপন স্বরূপে অবস্থান করে সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে, সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির মূল উপাদানসমূহের মধ্যে বাস করে। জড় সৃষ্টি ও আত্মা উভয়েই অবিনশ্বর পরম ব্রহ্ম আমার থেকে প্রকাশিত হয়, তোমরা তা দর্শন কর।

তাৎপর্য

সকলেরই এই জগতের জড় বস্তুসমূহ, তাদের মূল বস্তুর গঠনকারী উপাদানসমূহ, আত্মা ও এক পরমাত্মার মধ্যেকার সম্পর্কটি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। জড় উপভোগের বিভিন্ন বস্তু রয়েছে, যেমন পাত্র, নদী ও পর্বতসকল—এই সমস্ত কিছুই মাটি, জল, অগ্নি প্রভৃতি মূল জড় উপাদানসমূহ থেকে প্রস্তুত। এই সকল উপাদানসমূহ জড় বস্তুর কারণ রূপে তাদের মধ্যে অবস্থান করে আর আত্মা তাদের ভোক্তারূপ (*স্বাত্মনা*) বিশেষ ভূমিকায় পরিব্যাপ্ত। আর চরমে ভৌত উপাদানসমূহ, তাদের উৎপন্ন বস্তু এবং জীব সমস্ত কিছুই অক্ষয় পরমাত্মা কৃষ্ণ দ্বারা ব্যাপ্ত ও তাঁর মধ্যে প্রকাশিত।

তাঁর মনুষ্যতুল্য গোপালরূপের সর্বাকর্ষক আকৃতিতে কৃষ্ণের জন্য গভীর ভালোবাসার কারণে, কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, যোগমায়া, তাদের ভগবানের আকৃতি বিষয়ক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করেছিল, এমনই তাঁর সর্ব পরিব্যাপ্ততা। এইভাবে গোপীরা তাদের প্রেমে তাঁর বিরহ জনিত গভীর ভাবকে আস্বাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র পরিহাসের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি পারমার্থিক বিচারের অভাব বিষয়ক আরোপটি করলেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীশুক উবাচ

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অধ্যাত্ম**—পারমার্থিক বিষয়ে; **শিক্ষয়া**—শিক্ষা দ্বারা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণ দ্বারা; **শিক্ষিতাঃ**—শিক্ষা লাভ করে; **তৎ**—তাঁর; **অনুস্মরণ**—নিরন্তর ধ্যান দ্বারা; **ধ্বস্ত**—ধ্বস্ত; **জীব-কোশাঃ**—আত্মার সূক্ষ্ম আচ্ছাদন (মিথ্যা অহংকার); **তম্**—তাঁকে; **অধ্যগন্**—তারা হৃদয়ঙ্গম করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে কৃষ্ণের দ্বারা পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে তাঁর প্রতি তাদের নিরন্তর ধ্যানের ফলে মিথ্যা অহংকারের সকল চিহ্ন থেকে গোপীগণ মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি তাদের গভীর নিমগ্নতা দ্বারা তারা তাঁকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন।

তাৎপর্য

'কৃষ্ণ' গ্রন্থে এই অংশটিকে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে বর্ণনা করছেন—"গোপীরা কৃষ্ণের কাছ থেকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বদর্শনের শিক্ষা লাভ করে সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন হলেন এবং এইভাবে তাঁরা সমস্ত জড় কলুষতা থেকে নির্মুক্ত হলেন। জড় জগতের মিথ্যা ভোক্তাভিমানী জীবাত্মার ভাবনাকে জীবকোষ বলে, অর্থাৎ, জড় অহংকারে আবদ্ধ থাকা। শুধু গোপীরা নয়, যে কেউ কৃষ্ণের এই উপদেশ পালন করবে, সে অচিরেই জীবকোষের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। পূর্ণ কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত জীব সর্বদাই জড় অহংকার মুক্ত। সেই কৃষ্ণভক্ত তার সর্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করে এবং সে কখনই কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না—সব সময় কৃষ্ণসান্নিধ্যে সে বিরাজ করে।"

শ্লোক ৪৮

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৪৮ ॥

আহুঃ—গোপিকারা বললেন; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **নলিননাভ**—হে পদ্মনাভ; **পদ-অরবিন্দম্**—চরণকমল; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—বিষয় বাসনামুক্ত যোগীদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিচিন্তম্**—সর্বতোভাবে চিন্তনীয়; **অগাধ-বোধৈঃ**—অসীম জ্ঞান সম্পন্ন; **সংসার-কূপ**—সংসাররূপী অন্ধকূপ; **পতিত**—যারা পতিত হয়েছে; **উত্তরণ**—উদ্ধারকারী; **অবলম্বম্**—একমাত্র আশ্রয়; **গেহম্**—গৃহস্থালী; **জুষাম্**—যুক্ত; **অপি**—অর্থাৎ; **মনসী**—মনের মধ্যে; **উদিয়াৎ**—উদিত হোক; **সদা**—সর্বদা; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন, "হে কমলনাভ! সংসারকূপে পতিত মানুষদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম যা অসীম জ্ঞান সম্পন্ন মহান যোগীরা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, তা গৃহ সেবায় রত আমাদের মনে উদিত হোক।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ১/৮১) উদ্ধৃত এই শ্লোকটির অনুবাদ ও শব্দার্থ শ্রীল প্রভুপাদকৃত অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈর্ষাপরায়ণভাবে কথিত গোপীদের এই সকল প্রবঞ্চনাকর সশ্রদ্ধ বাক্য প্রকাশ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের বক্তব্যকে এইভাবে প্রদান করছেন "হে পরমেশ্বর, হে সাক্ষাৎ মূর্ত-পরমাত্মা, হে তত্ত্বজ্ঞানের অধ্যাপক শিরোমণি, গৃহ, সম্পত্তি ও পরিবারের প্রতি আমাদের অত্যন্ত আসক্তির কথা আপনি অবগত ছিলেন। তাই পূর্বে উদ্ধবকে দিয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূরীভূত করার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং এখন আপনি স্বয়ং তা প্রদান করলেন। এইভাবে আপনি আমাদের কলুষিত হৃদয়কে শুদ্ধ করেছেন, আর তার ফলে আমাদের জন্য আপনার বিশুদ্ধ প্রেমকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু আমরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন গোপ-রমণী মাত্র, কিভাবে এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে স্থিত হতে পারে? ব্রহ্মার মতো মহাত্মাদেরও উপলব্ধির কেন্দ্রীয় বিষয় আপনার পদযুগলের ধ্যানও আমরা অবিচলিতভাবে করতে পারি না। দয়া করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হোন এবং যেভাবে হোক, আমরা যাতে সামান্যরূপেও আপনার প্রতি মনোযোগী হতে পারি, তা সম্ভব করুন। আমরা এখনও আমাদের নিজ কর্মফল ভোগ করছি, তাই কিভাবে আমরা মহান যোগীদেরও লক্ষ্য আপনাতে ধ্যানস্থ হতে পারি? এই যোগীরা অপরিমেয়রূপে জ্ঞানী, কিন্তু আমরা অস্থির-চিত্ত রমণী মাত্র। দয়া করে জাগতিক জীবনের এই গভীর কূপ থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য কিছু করুন।"

শুদ্ধভক্তরা কখনও জাগতিক উন্নতি বা পারমার্থিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমন কি ভগবান যদি তাদের এরূপ আশীর্বাদ প্রদান করতেও চান, ভক্তরা তা কখনও কখনও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২০/৩৪) ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—

ন কিঞ্চিৎ সাধবোধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

"যেহেতু আমার ভক্তরা সাধুভাবাপন্ন ও গভীর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, তাই তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতি সমর্পণ করেছে আর আমাকে ছাড়া অন্য কোন কিছুই তারা আকাঙ্ক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে, আমি যদি তাদের জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করতেও চাই তারা তা গ্রহণ করে না।" তাই এটি যথার্থ যে, ভগবান কৃষ্ণের তাদের জ্ঞান-যোগ শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টার জন্য গোপীরা সন্দিগ্ধ ক্রোধের সঙ্গে উত্তর প্রদান করেছিলেন।

এইভাবে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে গোপীরা এই শ্লোকে যে কথা বলেছিলেন তা এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, "হে প্রত্যক্ষরূপে অজ্ঞতার অন্ধকার বিনাশকারী সূর্য, আমরা এই দার্শনিক জ্ঞানের সূর্যকিরণ দ্বারা দগ্ধীভূত। আমরা হচ্ছি চকোর পাখী, যারা কেবল আপনার সুন্দর মুখমণ্ডল থেকে বিকিরিত জ্যোৎস্নায় বেঁচে থাকে। দয়া করে আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে ফিরে চলুন এবং এইভাবে আমাদের জীবন দান করুন।"

আর যদি তিনি বলেন যে "তাহলে দ্বারকায় এসো, সেখানে আমরা একত্রে আনন্দ উপভোগ করব', তাই গোপীরা বললেন যে শ্রীবৃন্দাবন হচ্ছে তাদের গৃহ এবং তারা গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই তাদের পক্ষে অন্য কোথাও বাস করা সম্ভব নয়। গোপীরা ইঙ্গিত করলেন, একমাত্র সেখানেই, কৃষ্ণ তাঁর উষ্ণীষে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে, তাঁর বাঁশীতে মুগ্ধকর সঙ্গীত বাজিয়ে তাদের আকর্ষণ করতে পারেন।

কেবলমাত্র পুনরায় বৃন্দাবনে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমেই গোপীরা রক্ষা পেতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্যে অন্য কোন রকম ধ্যান বা আত্মার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন' নামক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।